বিশ্বাসের পথে
ফাঃ মারচেল্লো

ফাঃ মারচেল্লো

বিশ্বাসের পথে

ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা

“শিশু-মঙ্গল” ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা - ১

কাটেখিষ্টের সহচর

জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যশোর, বাংলাদেশ

ফাঃ মারচেল্লো

বিশ্বাসের পথে

ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা

"শিশু-মঙ্গল" ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা - ১

কাটেখিষ্টের সহচর

জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যশোর, বাংলাদেশ

ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা মালা-১

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮২
প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২০০৪

NIHIL OBSTAT : FR. A. GASPAROTTO S.X.
IMPRIMATUR : + MICHAEL D' ROZARIO, C.S.C.
BISHOP OF KHULNA
4.5.1982

প্রকাশনা ঃ জাতীয় ধর্মীয় সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
যশোর, বাংলাদেশ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
কাথলিক মণ্ডলী
স্মিথ রোড,
যশোর - বাংলাদেশ।

মূল্য ঃ **২৫.০০ টাকা।**

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা নং*	*সুপারিশ*
ভূমিকা		
বিষয় নং ১ ঃ ঈশ্বর আমার কথা চিন্তা করেন	১২	– অক্টোবর ➢ দুই অধিবেশন
বিষয় নং ২ ঃ সকলের পিতা পরমেশ্বর (বিশ্বাস প্রচার রবিবার)	১৭	– অক্টোবর ➢বিশ্বাস বিস্তার দিবস দুই অধিবেশন
বিষয় নং ৩ ঃ হে প্রভু, বিশ্ব মাঝে তুমি মহান	২৪	– নভেম্বর ➢ বৃক্ষরোপন দিবস
ধর্মানুষ্ঠান ঃ হে প্রভু, ধন্য তোমার নাম	২৮	– নভেম্বর ➢ রবিবার অনুষ্ঠান সৃষ্টির স্মরণে
বিষয় নং ৪ ঃ সবচেয়ে সুন্দর দান	৩৩	– নভেম্বর ➢ দুই অধিবেশন পাপ বিষয় চেতনা
বিষয় নং ৫ ঃ প্রভু যীশুর অপেক্ষায় প্রস্তুত হই	৩৮	– নভেম্বর ➢ আগমন কাল
বিষয় নং ৬ ঃ প্রণাম মারীয়া, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন	৪৪	– ৮ ডিসেম্বর ➢ আগমনকাল ➢ মারীয়ার পার্বণ
বিষয় নং ৭ ঃ প্রভু আসছেন ঃ আনন্দ করি	৪৮	– ডিসেম্বর ➢ বড়দিনের প্রস্তুতি
অভিনয় ঃ চর্মকারের বিশ্বাস	৫২	– ২৪ ডিসেম্বর ➢ বড়দিনের নাটিকা
ধর্মানুষ্ঠান ঃ এস, যীশুকে স্বাগতম জানাই	৫৭	– ২৪ ডিসেম্বর রাতে ➢বড়দিন পরবর্তী অধিবেশন
বিষয় নং ৮ ঃ যীশুর পরিবার ও আমাদের পরিবার	৫৯	– বড়দিন পরবর্তী রবিবার ➢ পবিত্র পরিবার ➢ পরিবার দিবস
বিষয় নং ৯ ঃ যীশু তাঁর পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেন	৬২	– জানুয়ারী ➢ বালক যীশু
বিষয় নং ১০ ঃ যারা আমাকে ভালবাসে	৬৬	– জানুয়ারী ➢ পরিবার দিবস ➢ দুই অধিবেশন
বিষয় নং ১১ ঃ তাঁর সন্তান হওয়ার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান	৭২	– ফেব্রুয়ারী ➢ দীক্ষাস্নান স্মরণে ➢ আহ্বান দিবস
বিষয় নং ১২ ঃ তোমার বড় পরিবার ঃ যীশুর সমাজ	৭৫	– ফেব্রুয়ারী ➢ দীক্ষাস্নান স্মরণে ➢ খ্রীষ্টমণ্ডলী
ধর্মানুষ্ঠান ঃ দীক্ষাস্নান স্মরণে	৮২	– পুণ্য শনিবার➢ দীক্ষাস্নান স্মরণে ➢ প্রায়শ্চিত্তকাল
বিষয় নং ১৩ ঃ পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমরা দীক্ষাস্নাত হয়েছি	৮৫	– মার্চ ➢ দীক্ষাস্নান স্মরণে ➢ দুই অধিবেশনে

বিষয়		পৃষ্ঠা নং	সুপারিশ	
বিষয় নং ১৪	ঃ "তুমি আমাকে সুস্থ করতে পার"	৯২	– মার্চ	➢ প্রায়শ্চিত্তকাল অনুতাপ
বিষয় নং ১৫	ঃ "প্রভু, আমি যেন দেখতে পাই"	৯৬	– মার্চ	➢ প্রায়শ্চিত্তকাল ➢ মন পরিবর্তন
বিষয় নং ১৬	ঃ যীশু উত্তম পালক	১০৩	– এপ্রিল	➢ প্রায়শ্চিত্তকাল
ধর্মানুষ্ঠান	ঃ মুক্তিদাতা যীশুর জয়	১০৯	– এপ্রিল	➢ তালপত্র রবিবার ➢ ক্রুশের পথ
বিষয় নং ১৭	ঃ যীশু জীবিত আছেন	১১৫	– এপ্রিল	➢ পুনরুত্থান স্মরণে
ধর্মানুষ্ঠান	ঃ "আমি জগতের আলো"	১১৯	– এপ্রিল	➢ পুণ্য শনিবার রাতে ➢ দীক্ষাস্নান স্মরণে
বিষয় নং ১৮	ঃ এ দিন প্রভুর দিন	১২৩	– এপ্রিল	➢ পুনরুত্থান কাল ➢ প্রভুর দিন
ধর্মানুষ্ঠান	ঃ আমাদের সঙ্গে আছ প্রভু, সব সময়	১২৬	– মে	➢ পুনরুত্থানকাল ➢ যীশুর উপস্থিতি
বিষয় নং ১৯	ঃ সুখের না দুঃখের দিন ?	১২৯	– পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার	➢ আহ্বান দিবস
বিষয় নং ২০	ঃ প্রত্যেকদিন তোমাদের সঙ্গে আছি	১৩৩	– মে	➢ যীশুর স্বর্গারোহণ
বিষয় নং ২১	ঃ যীশুর আত্মা আমাদের প্রার্থনা করতে শেখান	১৩৯	– জুন	➢ পঞ্চাশত্তমী দিবস ➢ প্রার্থনা, পবিত্র আত্মা
বিষং নং ২২	ঃ খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করে	১৪৪	– জুন	➢ প্রার্থনার বিষয়
বিষয় নং ২৩	ঃ প্রত্যেকদিনের ক্ষমা	১৫০	– জুলাই	➢ পাপের বিষয় ➢ পুনর্মিলন
ধর্মানুষ্ঠান	ঃ এসো, একে অন্যের সঙ্গে হাত মিলাই	১৫৫	– জুলাই	➢ পুনর্মিলন অনুষ্ঠান
কাটেখিষ্টের আত্মমূল্যায়ন	ঃ ধর্মশিক্ষাদানের মূল্যায়ন	১৫৮		
পরিশিষ্ট ক	ঃ আমার দৈনিক প্রার্থনা	১৬০		
পরিশিষ্ট খ	ঃ মনে রাখার বাণী	১৬২		
পরিশিষ্ট গ	ঃ এস গান করি	১৬৮		

দু'টো কথা

"বিশ্বাসের পথে" বইটি ৬ থেকে ৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যবহারযোগ্য। অর্থাৎ, যে সকল ছেলেমেয়ে প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কারে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার উপযুক্ত এখনও হয়ে ওঠেনি, তাদেরই জন্য এ বইয়ের শিক্ষা ব্যবহারযোগ্য।

এ বয়সের ছেলেমেয়েরা ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ ও সম্পর্ক চায়। একটু চঞ্চল হলেও এবং বাহ্যিক দিকগুলোর প্রতি আকর্ষিত হলেও, তারা যাদের কাছ থেকে খাঁটি ভালবাসা পায়, তাদের জন্য সবকিছু করতে রাজী। সুতরাং এমন পরিবেশ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা কাটেখিষ্টের প্রথম কর্তব্য।

নিজেই অভিজ্ঞতা না করলে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-জ্ঞান গ্রহণ করতে অপ্রস্তুত। তাদের প্রয়োজন দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, বাস্তব কিছু করা ...। অতএব বাস্তব নিদর্শন ও বিষয়বস্তু (যথা – ছবি, প্রাকৃতিক উপাদান, দলগত খেলা ও ক্রিয়া, গান ...) শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী প্রতিটি অধিবেশনে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন।

তাদের উপযুক্ত নিদর্শনের উৎস হবে ঃ নিজের পরিবার, সমবয়সী বন্ধুদের সমাজ, বিদ্যালয়, প্রকৃতি ও উপাসনা।

এ সকল ক্ষেত্র থেকে বাস্তব নিদর্শন ব্যবহার করে কাটেখিষ্ট পরমেশ্বর ও ছেলেমেয়ে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে সহায়তা করবেন।

উপরোল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে এ বইয়ের শিক্ষার বিষয়-বস্তু ও পদ্ধতি উপস্থিত করা হল। প্রতিটি পাঠের শুরুতে নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে ছেলেমেয়ের মনোভাব ও সুবিধা-অসুবিধা উল্লেখ করা আছে।

বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারা অনুসারে সাজিয়ে রাখা হল বটে। তবুও কাটেখিষ্ট এ বইয়ের সাহায্য নিয়ে তার নিজস্ব সূচী তৈরী করবেন। কাঠামো প্রস্তুতকালে নিম্নের বিষয়গুলো মনে আবশ্যক। যথা ঃ

– পাঠ্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও ক্রমাগত সমন্বয়;
– উপাসনাকাল, বিশেষ পার্বণ ও উৎসব;
– সাধারণ পরিবেশ ও ছেলেমেয়েদের পরিবেশ-পরিস্থিতি।

বইয়ের সুপারিশকৃত সূচী অনুসারে ধর্মশিক্ষা-অধিবেশনগুলো অক্টোবর মাস থেকে

শুরু এবং জুলাই মাসে শেষ। অর্থাৎ বর্ষাকালে ধর্মশিক্ষা স্থগিত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। কাটেখিষ্ট নিজের এলাকার পরিবেশ পরিস্থিতির সুবিধানুসারে ব্যবস্থা করবেন। আরও উল্লেখ্য যে, বড়দিনের পর থেকে দীক্ষাস্নান বিষয়ক বিভিন্ন পাঠগুলো প্রায়শ্চিত্তকালে উপস্থিত করা যায়। এভাবে ১৪, ১৫,১৬ নম্বর বিষয়গুলো ফেব্রুয়ারী মাসে তুলে ধরা যায়।

প্রায় প্রতিটি পাঠ এ ভাবে সাজানো হয়েছে ঃ

– বাস্তব জীবনের বিষয়ে পর্যালোচনা;
– ঐশবাণী ঘোষণা ও ব্যাখ্যা; ধর্মীয় অভিজ্ঞতা লাভ ও উপলব্ধি ;
– ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, গান – যার মাধ্যমে অন্তরের উপলব্ধি প্রকাশ পায়;
– মনে রাখার বাণী (শিক্ষার মূল কথা)।

সাধারণতঃ এক অধিবেশনে একটি বিষয়ের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হবে না।'শিক্ষাদান পদ্ধতি'-র দ্রষ্টব্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কাটেখিষ্ট সময় ও সুবিধামত ব্যবহার করবেন। তবে বিষয় শেষ করার জন্য তিনি যেন ব্যস্ত না হন। পরবর্তী অধিবেশনে বাকী অংশটি শেষ করবেন। পাঠের বিষয় কোন স্থানে ভাগ করলে ভাল হবে, তা ছয়টা তারকা চিহ্নের সাহায্যে পৃথক করে দেখানো হয়েছে।

বিষয়বস্তুর মধ্যে অধিকাংশ বিষয় ছোটদের উপযুক্ত; আর কয়েকটি বিষয় একটু বয়স্ক ছেলেমেয়েদেরই উপযুক্ত বেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপযুক্ত বিষয়গুলো 'দ্বিতীয় শ্রেণী' বলে উল্লিখিত। ৬ থেকে ৮ বছরের ছেলেমেয়েদের যদি একই দলে রাখা হয়, তবে পরবর্তী বছরে 'দ্বিতীয় শ্রেণী' চিহ্নিত বিষয়গুলো ব্যবহার করার সুপারিশ করা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে কাটেখিষ্ট অভিভাবকদের সভা ডাকবেন, এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করা হচ্ছে, তার সম্বন্ধে তিনি পিতামাতাদের অবগত করবেন অথবা সন্তানদের মানুষ ও পরিপক্ক খ্রীষ্টান করে গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'অভিভাবকদের ধর্মশিক্ষা' নামক পুস্তকের সাহায্য নিতে পারেন।

ফাঃ মারচেল্লো

কাটেখিষ্টের দশাজ্ঞা

১। **কাটেখিষ্ট মণ্ডলীর নামে কাজ করেন ঃ** তিনি বিশেষ ভাবে স্থানীয় খ্রীষ্টসমাজের বিশ্বাস ও জীবনের সজ্ঞান স্বরবর্ধক।

২। **কাটেখিষ্ট যথার্থ প্রস্তুতি নেন ঃ** তিনি সচেতন থাকবেন যে, তিনি হলেন ঈশ্বর ও মানুষের সংলাপের ব্যাখ্যাকারী, খ্রীষ্ট এবং বিশ্বাসী ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের সম্পর্ক সংস্থাপক।

৩। **কাটেখিষ্ট খ্রীষ্টের যোগ্য সাক্ষী ঃ** তিনি খ্রীষ্টের বাণী জানবেন ও সঠিক ব্যাখ্যা দেবেন; তাছাড়া তিনি তার জীবন দ্বারা প্রমাণ করবেন যে, তিনি খ্রীষ্টের দৃশ্যমান প্রতীক।

৪। **কাটেখিষ্ট হলেন দীক্ষাদাতা ঃ** কেবল মাত্র জানবার জন্য নয় বরং শ্রোতাগণ যেন তা দৈনন্দিন জীবনে পালন করে, এজন্য তিনি বিশ্বাসের বিষয়বস্তু ব্যক্ত করবেন।

৫। **কাটেখিষ্ট ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বিশ্বস্ত ঃ** পবিত্র বাইবেল হল ধর্মশিক্ষার মূল ভিত্তি ও কাঠামো; ভক্তগণ কাটেখিষ্টের মাধ্যমে চেতনা লাভ করবে যে, স্বয়ং ঈশ্বর তাদের কাছে কথা বলছেন।

৬। **কাটেখিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি মনোযোগী থাকবেন ঃ** তিনি তাদের ব্যক্তিগত গুণাগুণ, সমস্যা, মনোভাব ও ব্যবহার জানবেন কারণ তিনি যে শিক্ষা দেবেন তা প্রত্যেকজনের উপযোগী হতে হবে।

৭। **কাটেখিষ্ট প্রত্যেকজনের বাস্তব পরিবেশ জানবেন ঃ** তার পরিবার, বিদ্যালয়, কাজ সম্বন্ধীয় ও সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় পরিবেশ জানাবার জন্য পরিবার স্কুল ও সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবেন ও সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

৮। **কাটেখিষ্ট বিশ্বাসের যাত্রায় প্রত্যেকজনের অগ্রগতি মনে রাখবেন ঃ** কারণ বিগত অভিজ্ঞতার আলোতেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতার দিকে মানুষ অগ্রসর হয়।

৯। **কাটেখিষ্ট খ্রীষ্টীয় শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত ভাবে দায়ী ঃ** নির্দিষ্ট পরিবেশ নির্দিষ্ট ভক্তদের জন্য শিক্ষাদীক্ষা উপযোগী করে গড়ে তোলা তারই কর্তব্য ও দায়িত্ব। তিনি অবশ্য একা নন, কারণ তার কাজ সমগ্র মণ্ডলীর পালকীয় কাজের একটি অংশবিশেষ, তবুও শেষ পর্যায়ে শিক্ষাদীক্ষার কাজ সম্পাদনে তিনি অদ্বিতীয়, সজীব ও সৃজনশীল ভূমিকা পালন করবেন।

১০। **কাটেখিষ্ট তার প্রৈরিতিক কাজ সম্পাদনে অত্যন্ত নম্র ও আস্থাবান ঃ** কারণ তিনি যে রহস্যময় বাণী প্রচার করেন, তা তিনি নিজেই গ্রহণ ও পালন করতে মনেপ্রাণে সচেষ্ট; ভাইবোনদের বিশ্বাস দৃঢ় করে গড়ে তোলার কাজে তিনি নিজ দুর্বলতার কথা মনে রাখবেন এবং আত্মগঠনের মাধ্যমে নিজ বিশ্বাসকে সুস্থির করে রাখতে চেষ্টা করবেন। তিনি যেহেতু মণ্ডলীর নামেই কাজ করেন। সেহেতু তিনি নিশ্চিত আছেন যে, গোটা সমাজের প্রার্থনা, সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার উপর এবং পবিত্র আত্মার শক্তির উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।

অভিভাবকদের প্রতি পত্র ও ফর্ম্

কাথলিক মণ্ডলী, ... তারিখ . . . .

প্রিয় পিতামাতা,

গত বছরের মত আমরা এ বছরও পুনরায় ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষা শুরু করতে যাচ্ছি। এ সুযোগে আমরা ধর্মশিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।

আমরা সবাই জানি, ছেলেমেয়েদের প্রথম বিদ্যালয় হল, নিজ নিজ বাড়ী এবং তাদের প্রথম শিক্ষাদাতা হল, তাদের আপন আপন পিতামাতা ।

সন্তানদের দীক্ষাস্নানের সময় খ্রীষ্টমণ্ডলী আপনাদের প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনাদের এই শিশুর জন্য আপনারা দীক্ষাস্নান চাইছেন। তাতে আপনাদের উপর এক মহৎ কর্তব্যের ভার ন্যস্ত হবে – খ্রীষ্টবিশ্বাসের আদর্শে এদের মানুষ করতে হবে। এই কর্তব্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে আপনারা কি তা পালন করতে প্রস্তুত আছেন ? "সেদিন আপনারা খ্রীষ্টসমাজের সামনে উত্তরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত আছি।"

কাজেই পিতামাতার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব, নিজ পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে ও ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়ে, ছেলেমেয়েদের মানুষ ও খ্রীষ্টবিশ্বাসে গড়ে তোলা।

আমরাও আপনাদের সঙ্গে আছি, আপনাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানে বড় হতে সহায়তা করার জন্য।

আমরা অত্যন্ত আশাবাদী যে, এই শিক্ষায় যাতে আপনাদের ছেলেমেয়েরা আগ্রহী হয় ও রীতিমত যোগদান করে, আপনারা পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।

ধর্মশিক্ষাটি যেন আপনাদের সুবিধা অনুসারে হয় সেজন্য নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন আপনাদের কাছে তুলে ধরা হল। দয়া করে নির্দিষ্ট ছকে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দিন ও আপনাদের ছেলেমেয়েদের হাতে আগামী রবিবারের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছে দিন।

আমাদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।
ইতি –

আপনাদের সন্তানদের ধর্মশিক্ষকবৃন্দ।

(ক) পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ঃ

১। আপনাদের নাম ঃ

২। আপনাদের ছেলেমেয়েদের নাম, বয়স, শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের নাম লিখুন ঃ
(৫ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত) ঃ

নাম	বয়স	শ্রেণী	বিদ্যালয়
(১)			
(২)			
(৩)			

৩। ৫ বছর থেকে ১২ বছর পর্যন্ত স্কুলে যায় না, এমন ছেলে বা মেয়ে থাকলে তাদের নাম, বয়স ও লেখাপড়ার যোগ্যতা লিখুন। কোন নির্দিষ্ট কাজ করে থাকলে, তাও উল্লেখ করুন ঃ

নাম	বয়স	লেখাপড়া	কাজ
(১)			
(২)			
(৩)			

(খ) ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ঃ

গত বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে উত্তর দিন ঃ	হ্যাঁ	না	জানি না
১। ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিৎ কি ?	☐	☐	☐
২। আপনাদের ছেলেমেয়ে ধর্ম শিক্ষায় রীতিমত যোগ দিয়েছে কি ?	☐	☐	☐
৩। আপনারা কি এ ধর্ম শিক্ষা ও ব্যবস্থা পছন্দ করেন ?. .	☐	☐	☐
৪। এতে কি আপনাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় উন্নতি হয়েছে ?	☐	☐	☐
৫। আপনারা কি ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষায় পাঠাতে আগ্রহী ?	☐	☐	☐
৬। ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার বিষয়গুলো সম্বন্ধে আপনারা কি জানতে আগ্রহী ?	☐	☐	☐
৭। মাঝে মাঝে আপনারা – পিতামাতা ও প্রথম ধর্মশিক্ষক হিসাবে বিশেষ মিটিং-এ যোগ দিতে প্রয়োজন মনে করেন কি ?	☐	☐	☐

৮। কোন্ কোন্ বিষয়ে পিতামাতাদের মিটিংয়ে আলোচনা করা ভালমনে করেন ?

☐ ধর্মশিক্ষা ☐ সন্তানাদি মানুষ করার বিষয় ☐ পিতামাতার দায়িত্ব

☐ ছেলেমেয়েদের সমস্যাদি ☐ পারিবারিক জীবন ☐ পারিবারিক প্রার্থনা

☐ সংস্কার বিষয় ☐ পবিত্র বাইবেল ☐ অন্যান্য (বিষয়বস্তু লিখুন)

৯। কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনাদের ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আপনারা মনে করেন ?

☐ খ্রীষ্টীয় মনোভাব ☐ সমাজের মূলনীতি

☐ কাথলিক সংস্কারগুলো ☐ সাধারণ প্রার্থনা

☐ পবিত্র বাইবেল ☐ আচার-ব্যবহার

☐ সরকারী ধর্মীয় পাঠ্যক্রম অন্যানয় (বিষয়বস্তু লিখুন)

(গ) ধর্ম শিক্ষার সময় ও স্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন ঃ

১। আপনাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্ম শিক্ষাদান সপ্তাহের কোন্ বার ও সময় করলে সুবিধা হয় ?

☐ রবিবার ☐ সকাল

☐ বিকাল ☐ শনিবার বিকাল

☐ অন্যদিন (বার লিখুন)

বিষয় নং - ১

ঈশ্বর আমার কথা চিন্তা করেন

সুপারিশ :
– অক্টোবর মাসে
– দুই অধিবেশনে

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – পিতা ঈশ্বর সব সময় আমাদের বিষয় চিন্তা করেন, আমাদের পাশে থাকেন। এ জেনে ছেলেমেয়েরা যেন জীবন-নিশ্চয়তা, আস্থা ও গভীর আনন্দ বোধ করে।
– শিশুকালের বিভিন্ন প্রকার ভয়-ভীতি দূরীকরণ।

আমার ছেলেমেয়ে

– পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা জানার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত নিদর্শন বা প্রমাণ হল, আপন পিতামাতার ভালবাসা। দুঃখের বিষয়, অনেক ছেলেমেয়ে পারিবারিক পরিবেশে যথেষ্ট যত্ন-ভালবাসা পায় না। ছেলেমেয়েদের পারিবারিক পরিবেশ জানা এবং সকল সুযোগে তাদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা দেখানো কাটেখিষ্টের আবশ্যিক কর্তব্য।
– ছেলেমেয়েদের প্রায় বলা হয় যে, "ঈশ্বর সব সময় সকল স্থানে তোমাকে দেখতে পায়"। এ বাক্যটি সত্য ও সুন্দর, কিন্তু সাধারণতঃ এ কথা ব্যবহার করা হয় পাপ ও দুষ্টামির ক্ষেত্রে, যার ফলে ছেলেমেয়েরা ঈশ্বর সম্বন্ধে ভুল ধারণা লাভ করে এবং ভালবাসার চেয়ে তাঁকে ভয় করে ("দারোগা-ঈশ্বর")।
– "ঈশ্বর তোমাকে দেখেন" – এ কথার পরিবর্তে আমরা বরং বলব ঃ "ঈশ্বর সব সময় তোমার কথা চিন্তা করেন, তোমাকে স্নেহ করেন ও ভালবাসেন"।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

দ্রষ্টব্য ঃ এ পাঠ দুই অধিবেশনে করতে হবে ঃ প্রথম দিন ১–৩ এবং দ্বিতীয় দিন ৪–৭ ।

১। যারা আমাদের ভালবাসে, তারা আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করে।

–এ কথা বুঝবার জন্য নিম্নরূপ করা যেতে পারে ঃ

ক) প্রত্যেক ছেলে/মেয়ের জন্য ছোট একটা ছবি প্রস্তুত করব ও প্রত্যেকের নাম সুন্দর করে লিখে অধিবেশনের শুরুতে তাদের হাতে দেব। ছবিগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলে ভাল হয়। তারা ছবিটা পেয়েও নিজের নাম দেখে খুশী হবে। এ ভাবে আলোচনা করব ঃ
– একটি সুন্দর ছবি পাওয়ার ও নিজের নাম দেখার আনন্দ . . .
– কাটেখিষ্ট ক্লাসের পূর্ব থেকে আমাদের কথা চিন্তা করেছেন, এর আনন্দ ...

এমন আনন্দ লাগে কারণ একজন আমাদের কথা চিন্তা করেছেন ও স্নেহ করে আমাদের জন্য বাহ্যিক কিছু প্রস্তুত করেছেন।

খ) অথবা ছেলে/মেয়ে কেমন দিন কাটায় এবং তাদের জন্য প্রতিদিন কতজন চিন্তা-ভাবনা, পরিশ্রম ও কষ্ট করে থাকে, তা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করব।
– সকালবেলা, আমাদের অনেক আগে মা উঠে ও ঘরের কাজ করে ...
– যারা কাজে যায়, আমাদের দৈনিক খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যোগাড়ের জন্য ...
– দিদিমনি আগেই স্কুলে উপস্থিত হয়ে পাঠ্যবিষয়গুলো প্রস্তুত করেন...

সত্যিই, কতজনই না পরিশ্রম করে যেন আমরা সুখী হই, মানুষ হই! আর জান ? তারা ঐ সব কাজ করতে করতে আমাদের কথা চিন্তা করে থাকে। ঘরের বারান্দায় আমি প্রায় দেখেছি তোমাদের ফটো টাঙানো আছে। মা ঘরে উঠলে প্রত্যেকবার তোমাদের ছবিটা তার চোখে পড়ে এবং ভাবে ঃ এখন আমার ছেলে/মেয়ে কি করছে ? বোধ হয় একটি সুন্দর গল্প শুনছে; হয়ত বা বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছে ...। আর বাবা যখন বাজারে যায়, তখন প্রত্যেকবার তোমাদের কথা কি মনে রাখে না ? বাজার থেকে তোমাদের জন্য কি কি আনে ?

২। আগ্নেসের চিঠি

যারা একে অন্যকে ভালবাসে, তারা সব সময় পরস্পরের কাছে থাকতে চায়। আর কোন সময় যদি দূরে যেতে হয়, তখন কষ্ট লাগে। মা-বাবা, ভাইবোনদের চিন্তা তখন আরও বেশী করে মনে আসে।

আগ্নেসের মা-বাবা অনেক দিন থেকে চিন্তা করছে, আমাদের মেয়েকে বোর্ডিং-এ দিলে ভাল হয়; সেখানে সে ভাল পড়াশুনা করতে পারবে, মানুষ হবে। তারা দ্বিগুণ পরিশ্রম করে আগ্নেসকে বোর্ডিং-এ দেবার জন্য টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র যোগাড় করতে লাগল। বছরের শুরুতে মা আগ্নেসকে ঢাকায় সিষ্টারদের বোর্ডিং-এ নিয়ে গেল। মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মা কয়েকটা খাম দিয়ে বলল ঃ "মা, প্রতি সপ্তায় একটা করে চিঠি লিখ্‌বি, বুঝ্‌লি ? তিন দিন পরেই আগ্নেস মায়ের কাছে লিখতে বসল ও চিঠিটা পোস্ট করে দিল। আগ্নেসের গ্রামটা বেশ বড়। পিয়ন খামটা হাতে নিয়ে দেখল, ঠিকানায় নাম ঠিক লেখা হয়নি। লেখা ছিল ঃ

আমার প্রিয় মা
গ্রাম ঃ নগরপুর
পোঃ সাগরপুর
ঢাকা। (খাম দেখাব)

মুশ্‌কিল ! "আমার প্রিয় মা"-ই বা কে ? নগরপুরে তো শত শত মা আছে এবং যে যার কাছে সবাই 'প্রিয়'। প্রেরকের নাম নেই। ডাক টিকিটের উপর সীলমোহর পড়ে কোনরকম বুঝা গেল, চিঠিটা তেজগাঁও পোস্ট অফিস থেকে আসছে। এ গ্রাম থেকে তেজগাঁয়ে অনেকেই থাকে। ... মুশকিল, মুশ্‌কিল।

পিয়ন চিঠিটা একদিন অফিসে রাখল। পরে চিন্তা করল, চিঠিটা সেই "প্রিয় মা"-র জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রত্যেক মায়ের কাছে চিঠিটা দেখাব, যে পর্যন্ত সেই মাকে খুঁজে না পাই। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সকল মা জানতে পারল তেজগাঁও থেকে নাম ছাড়া একখানা চিঠি এসেছে। আগ্নেসের মা-ও খবরটা শুনে পিয়নের কাছে ছুটে গেল। খামটা দেখে বলল, "আমি চিনতে পারছি, এ আমার মেয়ে আগ্নেসের লেখা !" চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল (চিঠি খুলে পড়ব) ঃ "আমার প্রিয় মা, তোমার কথা আমি এক মুহূর্তেও ভুলতে পারি না। এক সপ্তা অপেক্ষা করতে পারলাম না। তাই লিখতে বসলাম ...।

মায়ের চিন্তা ! মেয়ের চিন্তা! যারা একে অন্যকে ভালবাসে, তারা পরস্পরের কথা চিন্তা না করে পারে না।

৩। "রাতে আমি মাকে দেখেছি ..."

সেদিন শুনলাম, সন্ধ্যাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন ঃ টিটেনাস হয়েছে, ওকে বাঁচানো যাবে না। হাসপাতালে গিয়ে দেখলাম, তার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে; সে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে আছে। পরের দিন সন্ধ্যা মারা গেল। সে ছিল বিধবা; তার একমাত্র ছোট মেয়েটা কাকীর কাছে থাকে। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার বাড়ীতে গেলাম। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে মেয়েটি বলল ঃ "রাতে আমি মাকে দেখেছি; খুব হাসি-খুশী ছিল। মা বাড়ী আসবে, তাই না ?" তাকে বললাম ঃ হ্যাঁ মা, তুমি একা নও। স্বর্গ থেকে তোমার মা সব সময় তোমার চিন্তা করছে ও তোমাকে রক্ষা করছে। আর দেখ, তোমার কত বন্ধু-বান্ধব আছে – আমরা সবাই তোমার কথা চিন্তা করব। তা ছাড়া তুমি জান যে, পিতা ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসেন, তোমাকে একা ফেলে রাখবেন না"।

সে মনে করেছিল, আমার আর কেউ নেই। এত বন্ধু-বান্ধব তাকে দেখতে এসেছে ও তার কথা চিন্তা করেছে – এ দেখে সন্ধ্যার মেয়ে খুশী হল।

★ ★ ★ ★ ★ ★

৪। পিতা ঈশ্বর আমাদের ভুলতে পারেন না

★ এ স্তরে পিতা ঈশ্বরের ভালবাসার সুখবর ঘোষণা করা হবে। পরিবেশ যেন সুন্দর হয়।

আমরা জানি, মা তার ছেলেমেয়ের কথা কখনও ভুলে যেতে পারে না। তবুও দুঃখের বিষয়, সে আমাদের পাশে চিরকাল থাকতে পারে না। একদিন আমাদের ছেড়ে যাবে, কারণ সবাইকে মরতে হবে। পিতা ঈশ্বর কিন্তু মায়ের মত সব সময় আমাদের কথা চিন্তা করেন এবং আমাদের পাশে থাকেন। আমরা তা জানি ও বিশ্বাস করি, কারণ অন্তরের চোখে আমরা তাকে দেখতে পাই এবং অন্তরে তাঁর কথা শুনতে পাই। যিশাইয় প্রবক্তা এ সম্বন্ধে বলেন ঃ

"একজন মা তার সন্তানের কথা ভুলতে পারে কি ?

তবে জেনে রাখ যে, একজন মা যদিও কোন সময় তার সন্তানের কথা ভুলে যায় তবুও আমি তোমার কথা কখনও ভুলব না।

ভয় কর না; আমি তোমাকে নাম ধরে ডেকেছি। তুমি আমার এবং আমার কাছে তুমি অতি মূল্যবান। আমার হৃদয়ের মাঝে তোমাকে স্থান দিয়েছি" (৪৯ঃ১৫ এবং ৪৩ঃ১-৪, সংক্ষিপ্ত)।

পিতা ঈশ্বর এমন ভাল যে, তিনি ভাল মানুষের সঙ্গে থাকেন এবং দুষ্ট মানুষকেও ভালবাসেন ও খোঁজ নেন। তিনি কারও কথা ভোলেন না। আর যে সকল ছেলেমেয়েদের কেউ নেই, মা বাবাও নেই, তিনি তাদের আরও ভালবাসেন ও স্নেহ করেন। সত্যিই আমরা বলতে পারি যে ঃ

এই মুহূর্তে আমাদের পিতা ঈশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করছেন। নির্মলার কথা তাঁর মনে আছে; কালুর কথা তাঁর মনে আছে; তিনি মাধুরীর কথা চিন্তা করছেন ... এবং সত্যিই তাই, কারণ তাঁর আর কোন কাজ নেই, আমাদের সকলের ও প্রত্যেকের কথা চিন্তা করা ছাড়া !

৫। "আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"

কেমন করে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর সব সময়, আমাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদের কথা চিন্তা করেন ?

– মা-বাবা যখন আমাদের কোলে নেয় ও আদর করে, তখন স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের আদর করেন ও আশীর্বাদ করেন।
– আকাশে যখন সূর্য ওঠে ও আমাদের মন আনন্দে ভরে যায়, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন ও আমাদের চিন্তা করেন।
– আমি যখন দুঃখ করি, তখন তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমার পাশে আমি তোমাকে

ভালবাসি।

আমিও প্রায় তাদের কথা চিন্তা করি, যারা আমাকে ভালবাসে। মা আমার জন্য কাজ করছে, রান্না করছে ... এবং মনে মনে ভাবছি ঃ "মা, তুমি কত ভাল"। বাবা সারাদিন কাজ করে বাড়ী ফিরছে; তখন হাসিমুখে তার কাছে গিয়ে বসি। প্রভু ঈশ্বরের কাছেও আমি বলতে চাই ঃ "হে প্রভু, তুমি কত ভাল ! তুমি আমাকে ভালবাস। তোমাকে জানাই ধন্যবাদ"।

৬। প্রার্থনা করি

যারা আমাদের ভালবাসে ও আমাদের কথা চিন্তা করে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের তালিকা করব। তাদের নাম পরপর বোর্ডে লিখব।
সে তালিকা অনুসারে একসঙ্গে প্রার্থনা করব, যেমন ঃ

চালক : আমাদের পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করি
সকলে : প্রভু, তাদের আশীর্বাদ কর।
চালক : আমাদের নানা-নানীর জন্য প্রার্থনা করি।
সকলে : প্রভু, তাদের আশীর্বাদ কর । (ইত্যাদি)

গান ঃ 'আমাদের সঙ্গে আছ, প্রভু' (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং ১)।

৭। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : মা-বাবা সব সময় আমাদের কথা চিন্তা করে কেন ?
উত্তর : মা-বাবা আমাদের কথা সব সময় চিন্তা করেন কারণ তারা আমাদের ভালবাসে।
প্রশ্ন : পিতা ঈশ্বর আমাদের কথা চিন্তা করেন কি ?
উত্তর : হ্যাঁ, পিতা ঈশ্বর আমাদের কথা সব সময় চিন্তা করেন। তিনি বলেছেন : "আমি তোমার মায়ের মত, তোমার কথা কখনও ভুলব না। আমার হৃদয়ের মাঝে আমি তোমাকে স্থান দিয়েছি"।
প্রশ্ন : পিতা ঈশ্বরকে আমরা কি বলি ?
উত্তর : পিতা ঈশ্বরকে আমরা বলি ঃ " হে প্রভু, তুমি কত ভাল ! তুমি আমাকে ভালবাস; তোমাকে জানাই ধন্যবাদ"।

বিষয় নং - ২

সকলের পিতা পরমেশ্বর

(বিশ্বাস প্রচার রবিবার)

সুপারিশ :
– অক্টোবর মাস
– বিশ্বাস বিস্তার দিবস
– দুই অধিবেশনে

প্রস্তুতি

লক্ষ্য ঃ – খ্রীষ্টবিশ্বাসীর মনোভাব বহির্মুখী, বিশ্বমুখী। যে ঈশ্বর আমাদের প্রথম থেকে চেনেন, সে ঈশ্বর সকল মানুষকে চেনেন ও ভালবাসেন ঃ তিনি সকলেরই পিতা।
– সুতরাং সকল মানুষকে, জাতি-বংশ-বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে, আপন ভাই বলে মনে করা উচিত – এ সুন্দর তত্ত্ব আবিষ্কার ও উপলব্ধি করা।

আমার ছেলেমেয়ে

– তারা সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিশতে, খেলতে ভালবাসে; "কার বুদ্ধি বেশী, কার শক্তি বেশী, কে বেশী পারে..." এ প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে নয়, বরং "ভাই ভাই"-এর মত একসঙ্গে থাকতে ও মেলামেশা করতে তাদের সাহায্য করার দরকার।
– নিজ নিজ পারিবারিক পরিবেশে তাদের ধর্মীয় ভাব ও ধারণা ক্রমশঃ তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। তাদের ভুল–ভ্রান্তিগুলো শোধরানোর প্রয়োজন।
– খেলাধূলার নিয়ম-কানুন স্বাভাবিক ভাবে পালন করাই তাদের ভবিষ্যত সামাজিক জীবন যাপনের ও অন্যদের সম্মান করার সক্ষমতার পূর্বাভাস।
– স্কুল ও ধর্মশিক্ষাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেহেতু এর মধ্য দিয়ে এক সঙ্গে থাকা-চলার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তারা পায়।

শিক্ষাদানের পদ্ধতি

দ্রষ্টব্য ঃ এ পাঠ দু'বারে করতে হবে ঃ প্রথম দিন ১–৪ এবং দ্বিতীয় দিন ৫-৮ ।

১। আমাদের বড় পরিবার

প্রিয় ছেলেমেয়েরা, আজ একটা সুন্দর খেলা করব ঃ পৃথিবীর সকল ছেলেমেয়েদের

খেলা। এর আগে নিজেদের সম্বন্ধে একটু আলাপ করি।

আমরা এখানে অনেকজন একসাথে আছি। তোমাদের মধ্যে কেউ আপন ভাইবোন আছে কি ?

▸▸ এমন কেউ থাকলে তাদের সামনে ডাকব। তাদের সাদৃশ্য দেখাব ঃ

দেখ তো, এদের দু'জনের চেহারায় কত মিল ! সহজেই বোঝা যাচ্ছে, তারা একই পরিবারের ছেলেমেয়ে, এক মা-বাবার সন্তান, তাই না ? আচ্ছা, তোমার চেহারা কি তোমার বাবার মত, না তোমার মায়ের মত ?...

তারা তো এক পরিবারের ভাইবোন। আবার তোমরা জান, তাদের আর একটা বড় পরিবার আছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের পরিবার, কারণ দীক্ষাস্নানের সময় তারা এ নূতন পরিবারের সন্তানও হয়েছে।

▸▸ এবার ভিন্ন ভিন্ন চেহারার ছেলেমেয়েদের ডেকে বলব :

ঈশ্বরের পরিবারের সন্তানদের কিন্তু একই রকম দেখায় না। ঝুনু, তুমি এস তো ঃ তোমার সুন্দর চুল দেখাও; আর তোমার চোখের রং কি রকম ? (আর একটা মেয়েকে ডেকে) দেখ, আমাদের বোন নির্মলার রং কত ফরসা ...! (আর একটা ছেলেকে ডেকে) আর তুমি, পিতর, তোমার চোখের রং কেমন দেখি ...?

কত চমৎকার ! ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে কত ধরণের লোক আছে ! কেউ কেউ একই রকম ! আবার কেউ কেউ অন্য রকম দেখতে, অথচ তারা সবাই ভাইবোন, একই পরিবারের লোক, আত্মীয়স্বজন! এ কথা কি সুন্দর নয় ? তোমাদের কেমন লাগে ? (ছেলেমেয়েদের বলতে দেব)।

তাহলে আমরা ঈশ্বরকে কি বলব ? তাঁকে ধন্যবাদ দেব এবং বলব, তিনি যেন আমাদের স্নেহের চোখে দেখেন। তোমরা আমার পর পর বলবে ঃ "হে প্রভু, আমরা সবাই তোমার পরিবারের ছেলেমেয়ে – আমাদের দিকে তাকাও – আমরা খুব খুশী – কারণ তুমি আমাদের ভালবাস"।

গান ঃ 'সবচেয়ে সুন্দর কি, তা জান' (ধূয়ো মাত্র – আনন্দের সঙ্গে গাইব, একসঙ্গে করি গান, ৫)।

২। পৃথিবীর সকল ছেলেমেয়ের খেলা

কাটেখিষ্ট বিভিন্ন জাতির ৫/৬টা ছেলেমেয়ের ছবি সংগ্রহ করবেন অথবা কাগজ দিয়ে নিজে তৈরী করবেন। ছবিগুলো দেখাবার সময় এককেটার পরিচয় দেবেন এবং বড় কাগজে লাগাবেন অথবা পর পর সাজিয়ে রাখবেন।

এবার তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই কয়েকজন বন্ধুর সাথে। এদের বয়স

তোমাদের মতই কিন্তু এখান থেকে এরা অনেক দূরে থাকে।

(একটা ছেলের ছবি দেখিয়ে) এই যে, এর থেকেই শুরু করি। এর নাম হল কুওংচু, হংকং-এর একজন চীনা ছেলে। এর নামের অর্থ হল "উজ্জ্বল আলো"। তার গায়ের চামড়া হলুদ, তার চোখ দুটো টানাটানা। তোমাদের গায়ের চামড়া স্পর্শ কর। দেখ, আমাদের গায়ের চামড়া কত সুন্দর ! চীনা ছেলেমেয়েদের চামড়াও আমাদেরই মত। এ চামড়া ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। এর রং যাই হোক না কেন, এতে কিছুই আসে যায় না, কারণ সকলের চামড়া ঈশ্বরেরই সৃষ্টি ও দান।

কুওংচু-এর ভাষায় কোটি কোটি মানুষ কথা বলে ও অন্যভাবে লিখে। ভাষাটি খুব কঠিন।

(আর একটি ছবি) এ মেয়েটি হল বান্থ জাতির একটা মেয়ে। সে মধ্য আফ্রিকার এক গ্রামে থাকে। তাদের গ্রামটা বিরাট এক বনের পাশে। সেই বনে থাকে বাঘ-ভল্লুক, সাপ ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু। এর গায়ের রং একেবারে কালো, কয়লার মত। চুল খুব ঘন ও কোঁকড়া। তাদের দেশে সাংঘাতিক গরম, এ জন্য সামান্য কাপড় ছাড়া আর কিছু পরে না। তার গ্রামে কোন দালান-কোঠা নেই, পাকা রাস্তাও নেই, শুধু বাঁশ, খড় ও মাটির ঘর ...।

আর এ হল যোহন, আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে তার বাড়ী। সেখানে বিরাট বড় রাস্তা, হাজার হাজার মোটর গাড়ী, আর আছে আকাশ ছোঁয়া উঁচু উঁচু দালান ...। তার ভাষা ইংরেজী, গায়ের রং লাল। তার বাবা এক মোটর গাড়ীর কারখানায় কাজ করে, আর তার মা হাসপাতালে কাজ করে। সে স্কুলে যায়, আর তোমাদের মত লেখাপড়া শিখছে... । ইত্যাদি।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো কেবলমাত্র প্রস্তাবস্বরূপ রাখা গেল। কাটেখিষ্ট নিজ বুদ্ধি ও পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন ছবি সাজাবেন।

৩। পৃথিবীর প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের একটি করে নাম আছে

সমস্ত পৃথিবীতে এদের মত কোটি কোটি ছেলেমেয়ে আছে। তাদের চেহারা ও গায়ের রং ভিন্ন ভিন্ন। কারও বা সাদা, কারও বা লাল আবার কারও বা তামাটে, হল্দে ...; তাদের ভাষা আলাদা, তাদের আচার আচরণও আলাদা ...। তাদের প্রত্যেকের আমাদের মত মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আছে; তারাও স্কুলে যায়, মাঠে কাজ করে...ইত্যাদি। প্রত্যেকের কিন্তু একটা করে নাম যেমন, প্রেমচাঁদ, উজ্জ্বল, মনোরঞ্জন...। তা হলে দেখছ, আমাদের এ বিরাট পৃথিবীতে কত লোক, কত ছেলেমেয়ে ! আর কত জনের নাম আমাদের জানা আছে ?

ছেলেমেয়েদের বলতে দেব। আমাদের পরিচয় খুবই সীমিত, আমাদের জানা-জগৎ খুবই অল্প ঃ আমাদের পরিবার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব স্কুলের বা খেলার

সঙ্গী-সাথী... এর বেশী নয়। অন্য গ্রামের মানুষ, শহরের অন্য পাড়ার মানুষকে আমরা জানিই না। তাদের মধ্যে অনেকে গরীব, অসহায়, অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, লেখাপড়া শিখতে পারছে না; অনেকে অসুস্থ, অনেকের বন্ধু বান্ধব নেই, অনেকের মা-বাবাও নেই। এ সমস্ত বিষয় উপলব্ধি করতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করব।

সত্যিই আমাদের ভাগ্য কত ভাল !

৪। এমন একজন আছেন, যিনি সকলের নাম জানেন

পৃথিবীতে এত মানুষ, বিভিন্ন রঙের, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও নামে... । কিন্তু আমরা জানি, একজন আছেন যিনি প্রত্যেকের নাম জানেন, তাদের সকলকে ভালবাসেন ঃ তিনি হলেন "প্রভু পরমেশ্বর"।

লক্ষ্য করুন, এখানে খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টানদের কথা হচ্ছে না; পৃথিবীর সকল লোকদের কথাই বলা হচ্ছে।

প্রভু পরমেশ্বর হচ্ছেন আমার পিতা, আমার বন্ধুদের পিতা এবং পৃথিবীর সকল ছেলেমেয়ের পিতা, তাদের গায়ের রং ফরসা, কালো, হলদে বা লাল যাই হোক না কেন। তিনি সকল মানুষের পিতা; তারা তাঁকে না জানলেও, তিনি তাদের প্রত্যেকের নাম জানেন ও তাদের ভালবাসেন। এ জন্যই তিনি আফ্রিকা, চীন, ইউরোপ, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশ সৃষ্টি করেছেন ও জীবন দিয়েছেন।

প্রভু পরমেশ্বর সত্যই সকলের পিতা; যারা একা, অসহায়, যাদের কেহই ভালবাসে না; যারা গরীব, অশিক্ষিত পঙ্গু, তাদের সকলের পিতা তিনি। যাদের মা-বাবা নেই, ঈশ্বর তাদেরও পিতা হয়ে তাদের ভালবাসেন ও নাম ধরে ডাকেন, তাদের সঙ্গে আলাপ করেন ও সাহায্য করেন। তিনি ভালমন্দ সকল লোকের উপর তাঁর সূর্যের আলো দান করেন ও সকলের মঙ্গল চান।

▶▶ এ সুন্দর কথা ঘোষণা করার পর ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করব ঃ

–তোমাদের মত কি, তোমরা কি খুশী যে, প্রভু পরমেশ্বর তোমাদের পিতা এবং পৃথিবীর সমস্ত ছেলেমেয়েদের পিতা ? এবং কেন তোমরা খুশী ?

★ ★ ★ ★ ★ ★

৫। যীশুই বলেছেন যে, পরমেশ্বর সকলের পিতা

প্রভু পরমেশ্বর আমাদের পিতা – এ কথা আমাদের কে জানিয়েছে ? যারা অসহায়, যে সকল ছেলেমেয়ের মা-বাবা নেই, তারা কেমন করে জানবে যে, তাদেরও একজন

পিতা আছেন, যিনি সকলকে ভালবাসেন, সকলের জন্য চিন্তা ও সুব্যবস্থা করেন ?

এ সকল কথা আমাদের জানিয়েছেন "যীশু"। যীশু তাঁর বন্ধুদের বলেছেন ঃ

– "আমার মত কেউই পিতা পরমেশ্বরকে জানে ও ভালবাসে না"।
– "তাঁর সঙ্গে যখন কথা বল, তখন এইভাবে বল ঃ হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ ..."।
– যীশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা হচ্ছেন আমাদের সকলের পিতা।
– আর আমরা সবাই হলাম ভাই ভাই।
– আমরা ভাই-ভাই কেন ? কারণ আমাদের সকলের পিতা এক, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।
– প্রভুর পরমেশ্বর যদি সকলের পিতা হন, তাহলে আমরা সবাই এক পরিবার এবং সকল মানুষ ভাইবোন।

তাহলে আমাদের ভাইবোন কারা কারা – এখন বলতে পার ?

❀ আফ্রিকার ছেলেমেয়েরা আমার ভাইবোন, যদিও তাদের চেহারা কালো।
❀ গারো আদিবাসীরা আমার ভাই, যদিও তাদের চোখ টানা টানা।
❀ নিম্নশ্রেণীর লোক আমার ভাই, যদিও তারা গরীব...।

এভাবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক ধরণের "ভাইবোনদের ছড়া" বা তালিকা তৈরী করা যায়। তবে কেবলমাত্র দূর দেশের লোকদের নয় বরং নিকটবর্তী লোকদের কথাও যেন স্মরণ করা হয়। শেষে বলব ঃ

হ্যাঁ, আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি, তবে পিতা পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা যদি শান্তিতে বসবাস করি, তবে পিতা পরমেশ্বরও আমাদের সঙ্গে থাকেন। আর যখন আমরা মন্দ পথে চলি, পিতা ঈশ্বর আমাদের ছেড়ে যান না, তখনও তিনি আমাদের সঙ্গে থাকেন।

৬। প্রতিটি মানুষ আমার ভাই

– যে গরীব রাস্তার পাশে বসে ভিক্ষা চায়, সে-ও আমার ভাই ...
– যে ছেলে বা মেয়ে আমার বাড়ীর পাশের বাড়ীতে অসুস্থ আছে, সেও আমার ভাই বা বোন ...
– যে স্কুলের সাথী, যে খেলার সঙ্গিনী সেদিন আমাকে আঘাত দিয়েছে, সেও আমার ভাই, আমার বোন ...

অল্পদিন আগে আমি দেখেছি, দুই ভাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল ঃ এমন গালাগালি করছিল যে, তা শুনে আমার বড়ই লজ্জা লেগেছিল।

যীশু কিন্তু আমাদের বলেছেন যে, তাঁর পিতার পরিবারে আমরা যেন কোন অশান্তি, অমিল, ঝগড়া না করি বরং একে অন্যকে ভালবাসি ও সাহায্য করি। তিনি বলেছিলেন ঃ "তোমরা একে অন্যকে ভালবেসো, সবাই যেন জানতে পারে যে, তোমরা আমার পিতার

সন্তান”।

যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে আমাদের আরও বলেছিলেন ঃ

“তোমরা যাও, আমার পিতার ভালবাসার সুখবর সকল মানুষের কাছে প্রচার কর, তারা যেন বিশ্বাস করে এবং তাঁর উপযুক্ত সন্তান হয়ে উঠে”। তাই যীশুর কথা অনুসারে, সকল মানুষ যেন পিতা পরমেশ্বরকে জানতে পারে এবং পরস্পরের ভাইবোন হয়ে উঠে, তার দায়িত্ব অনেকটা আমাদের উপর। আমরা কি করতে পারি ? দেখ, আমি তা তোমাদের দেখাচ্ছি ঃ

যে ছবিগুলো ক্লাসের শুরুতে ব্যবহার করেছি সেগুলো এখন আঠা দিয়ে পাশাপাশি লাগাব এবং এভাবে তাদের নিয়ে একটি গোল চক্র তৈরী করে সকলের মাঝখানে রাখব। তারপর বলব ঃ

এই দেখ, এখন সবাই ভাইবোন হয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর সকল ছেলে/মেয়ে এক পরিবার হয়ে উঠেছে। আমাদের ঠিক এমনই করতে হবে ঃ একে অন্যের সাথে হাত মিলিয়ে দেওয়া। এইভাবে আমরা সকলের কাছে ‘যীশুর আলো’ নিয়ে যাব (মোমবাতি জ্বালিয়ে সেই গোল চক্রের মধ্যে বসাব এবং ছোট একটি ধর্মানুষ্ঠান করব)।

যীশুর আলো যেন সকলের কাছে পৌঁছায়, এজন্য এখন আমরা আমাদের ও পৃথিবীর সকল ছেলে/মেয়েদের জন্য প্রার্থনা করব।

চালক : হে আমাদের পিতা, আমাদের চীনা ভাইবোনদের কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে থাক, সকল বিপদ থেকে তাদের রক্ষা কর এবং তাদের সব সময় সুখী করে রাখ।

সকলে : হে আমাদের পিতা আশীর্বাদ কর।

এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কথা প্রার্থনার মাধ্যমে তুলে ধরব। ছেলেমেয়েরা যদি কোন ভাইবোন বা বন্ধুর কথা স্মরণ করতে চায়, তা সরল ভাবে করতে দেব...।

৭। মনে রাখার বাণী

প্রশ্ন : পৃথিবীর সকল মানুষের নাম কে জানেন ?

উত্তর : পৃথিবীর সকল মানুষের নাম পিতা পরমেশ্বর জানেন, কারণ তিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন ও ভালবাসেন।

প্রশ্ন : আমরা সবাই পরস্পর ভাই-ভাই কেন ?

উত্তর : আমরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই কারণ আমাদের সকলের পিতা এক; তিনি আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।

প্রশ্ন : সকলের পিতা এক – এ কথা আমাদের কে বলেছেন ?

উত্তর : সকলের পিতা এক – এ কথা আমাদের বলেছেন যীশু। এজন্য আমরা সকলে ভাইবোন।

প্রশ্ন : আমরা যদি সকলে ভাইবোন, তাহলে আমাদের কি করতে হবে ?

উত্তর : ভাইবোনের মত আমাদের একে অন্যকে ভালবাসতে হবে এবং যীশুর আলো সকলের কাছে দিতে হবে।

৮। গান ও ক্রিয়া

এখন সকলে উঠে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ছেলে/মেয়েদের ছবি মাঝখানে রেখে আনন্দের সঙ্গে গান করব ঃ আমার হাত (একসঙ্গে করি গান,৫) অথবা তুমি আমার ভাই (পরিশিষ্ট-গ দেখুন, নং ২)।

ঈশ্বর সকল মানুষের পিতা

ঈশ্বরকে “পিতা” ব’লে ডাকার মধ্য দিয়ে ধর্মবিশ্বাসের ভাষা দু’টো দিক প্রকাশ করে : ঈশ্বর সব কিছুর প্রথম উৎস ও অতীন্দ্রিয় কর্তা; এবং একই সময়ে, তিনি তাঁর সকল সন্তানদের জন্য মঙ্গলময় ও প্রেমপরবশে যত্নশীল। ঈশ্বরের পিতামাতাসুলভ স্নেহ-ভালবাসাকে মাতৃত্বের রূপ দ্বারাও প্রকাশ করা যায় : যা ঈশ্বরের নৈকট্য, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। এভাবে ধর্মবিশ্বাসের ভাষা গড়ে ওঠে মানবীয় পিতামাতার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক’রে, যে পিতামাতা ভ্রান্ত হতে পারে, এবং তারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পরিচয় বিকৃত করতে পারে। তাই আমাদের স্মরণ করতে হবে যে, ঈশ্বর মানুষের লিঙ্গ-ভিত্তিক পার্থক্যের উর্ধ্বে। তিনি পুরুষও নন, নারীও নন : তিনি ঈশ্বর। তিনি মানুষের পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের উর্ধ্বে, যদিও তিনি তাদের উৎস ও আদর্শ : ঈশ্বর যেমন পিতা তেমন পিতা অন্য কেউ নন।

– *কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা*, ২৩৯